অমনযোগী পুত্রের প্রতি সন্তানবৎসল এক পিতার

হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ

মূল : আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ

ভাষান্তরে : আবু আব্দুর রঊফ আব্দুল কাদের বিন রঈসুদ্দীন

শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহী

সম্পাদনায় : আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

মাকতাবাতুস সালাফ

প্রকাশক
মাকতাবাতুস সালাফ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
☎ ০১৪০৭-০২১৮৪৭

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০২২

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : আসিফ আহমেদ
অঙ্গসজ্জা : আল-আমিন

মুদ্রণে : আল-ইতিছাম প্রিন্টিং প্রেস, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
☎ ০১৪০৭-০২১৪৫১

নির্ধারিত মূল্য : ৩০.০০ টাকা মাত্র

Fixed Price : Tk. 30.00 Only

সূচিপত্র

	প্রকাশকের কথা	৪
	অনুবাদকের কথা	৬
	লেখক পরিচিতি	৮
	লেখকের ভূমিকা	১১
	উপদেশের আগে কিছু উৎসাহ ও সতর্কতামূলক বক্তব্য	১২
উপদেশ-১	জরুরী কর্তব্য ও দৃঢ় প্রত্যয়	১৪
উপদেশ-২	আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ তোমাদের জ্ঞান দান করবেন	১৬
উপদেশ-৩	সময় সচেতনতা ও প্রতিটি মুহূর্তকে গনীমত মনে করা	১৯
উপদেশ-৪	কীসের বিনিময়ে কিনবে অনন্তকালের জীবন?	২১
উপদেশ-৫	আলস্য ঝেড়ে জেগে ওঠো	২২
উপদেশ-৬	জীবন গঠনের প্রাত্যহিক রুটিন	২৩
উপদেশ-৭	সকল নফল আমল অপেক্ষা জ্ঞানার্জন উত্তম	২৫
উপদেশ-৮	বিপদ ও প্রতিবন্ধকতা থেকে দূরে থাকো	২৬
উপদেশ-৯	অল্পে তুষ্ট হও, সম্মানিত হবে	২৭
উপদেশ-১০	তাক্বওয়া যথাযথ হলে সকল কল্যাণ তোমার হাতে ধরা দিবে	২৮
উপদেশ-১১	সালাফে ছালেহীনের চরিত্র	৩০
উপদেশ-১২	মূলধন জমিয়ে রাখো, মুনাফা খরচ করো	৩১
উপদেশ-১৩	ইলম ও আমল পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত	৩২
উপদেশ-১৪	শ্রেষ্ঠ রচনাবলি	৩৩
উপদেশ-১৫	কল্যাণকামী বক্তার গুণাবলি	৩৪
উপদেশ-১৬	হক্বদারের কাছে হক্ব পৌঁছিয়ে দাও	৩৫
উপদেশ-১৭	শুভ সমাপ্তি	৩৬

প্রকাশকের কথা

আল-হামদুল্লিাহ মহান আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া। যার দয়া ও রহমতের বদৌলতে আমাদের স্বপ্নের **'মাকতাবাতুস সালাফ'** কল্পনার জগত থেকে বাস্তব জগতে পদার্পণ করছে। আল-ইতিছাম গবেষণাগার নামক যে বীজ রোপন করা হয়েছিল তা এখন অংকুরোদগম হয়ে ফল ও ফুল দেওয়া শুরু করেছে।

করোনার গত দুই বছরে যখন মানুষ ছিল ঘরবন্দী। পৃথিবী ছিল স্তিমিত। সেই ক্রান্তিলগ্নে ভাগ্যক্রমে দেশে থাকার সুবাদে সময়টা কাজে লাগানোর সুযোগ হয়। আমার ভগ্নিপতি বাকী বিল্লাহ ইউসুফও সেই সময়ে বিশ্ব পরিস্থিতির কারণে দেশে আটকা পড়ে যান। দুইজনে মিলে সময়টা কাজে লাগানোর পরিকল্পনা। যেই ভাবা সেই কাজ। নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যানের নিকট আমরা প্ল্যান পেশ করে সহযোগিতা চাইলাম। সম্মানিত চেয়ারম্যান শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে আমরা পুরোদমে কাজ শুরু করি। একদম নতুন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন সত্যিই অন্য রকম ছিল। আমাদেরকে একদম শূন্য থেকে আরম্ভ করতে হয়েছে। অফিস করার মতো আমাদের কাছে কোনো জায়গা পর্যন্ত ছিল না। বায়তুল হামদ জামে মসজিদের এক কোনে গ্লাস দিয়ে ঘিরে আমাদের অফিসের যাত্রা শুরু হয়। নিজের হাতে গড়ে উঠা প্রথম অফিসের নতুন কেনা চেয়ার-টেবিলের মৌ মৌ গন্ধ এখনো যেন নাকে লেগে আছে। হৃদয় ও মনের সকল আবেগ মিশিয়ে আমরা ধীরে ধীরে সামনে এগোতে থাকি। আমি ও বাকী বিল্লাহ ভাই বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সফর করি এবং তাদের গবেষণা ও অনুবাদ বিভাগগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। বাকী বিল্লাহ ভাইয়ের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি শুরু থেকেই বিশ্বমানের পরিকল্পনা ও চিন্তা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কোনো ঘরানার সাথে কোনো সময় তুলনা দিতে পছন্দ করতেন না। প্রতিযোগী বানাতে হলে দেশের জাতীয় পর্যায়ে যারা কাজ করছে তাদেরকে প্রতিযোগী ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। সেই উঁচু হিম্মত সাথে করেই আমাদের পথচলা।

আমাদের এই যাত্রায় আমরা ধীরে ধীরে গবেষণাগার থেকে নিজস্ব প্রেস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করি। শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফের লিখিত বইগুলোর সংস্কার থেকে শিশু-কিশোর পত্রিকা **'কিশলয়'** প্রকাশ পর্যন্ত সবই ছিল সেই কল্যাণকর যাত্রার সুন্দর ফসল। ফালিল্লাহিল হামদ!

আজ আপনাদের হাতে সেই নেক নিয়্যাতের আরেকটি প্রস্ফুটিত কানন **'অমনযোগী পুত্রের প্রতি সন্তানবৎসল এক পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ'**। ইলমের জগতে ইমাম ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ-এর খিদমত অনস্বীকার্য। তৎকালীন যুগের হাদীছ শাস্ত্রের দিকপাল ছিলেন তিনি। বক্তব্যের জগতের বেমিসাল, বেনজীর তারকা ছিলেন তিনি। তার জীবনের অন্যতম একটি উপকারী পুস্তিকা হচ্ছে আজকের বইটি। যা তিনি তার সন্তানের উদ্দেশ্যে চিঠি হিসেবে লিখেছেন। মণি-মুক্তার মতো উপদেশমালা রয়েছে। যা প্রতিটি জ্ঞানপিপাসু ছাত্রের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

বইটি পড়ার মাধ্যমে আজকের সন্তানেরা ভবিষ্যৎের আলেম হওয়ার দিশা পাবে। ইলমের বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ রাস্তায় অটল ও অবিচল রাখতে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বইটি। প্রত্যেক আলেম ও ছাত্রের পাথেয় হবে বইটি ইনশাআল্লাহ! এই বইয়ের মাধ্যমে ছাত্ররা সত্যিকার দ্বীনের দাঈ আলেম হওয়ার পথে এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। পরম চাওয়া ও সত্যিকার সফলতা। মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি উক্ত যাত্রায় যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন! আমীন!

বিনীত-
প্রকশক

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি পিতা-মাতাকে তার পরে স্থান দিয়েছেন। পাশাপাশি সন্তানকে সুসন্তানরূপে গড়ে তোলার মহা দায়িত্বটাও তাদের কাঁধে অর্পণ করেছেন। আদর, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে অকুণ্ঠচিত্তে টাকা-পয়সা ব্যয় করে সন্তানকে বড় করা যতটা সহজ; তাকে উত্তম শিষ্টাচার, ঈমান-আমল ও আদব-আখলাক দিয়ে আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তোলা ঠিক ততটাই কঠিন। দুরূহ এই কাজটিকেই অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন সময়ের কিংবদন্তী বিদ্বান আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ (৫৫১-৬৩০ হি.) তার 'লাফতাতুল কাবাদ ইলা নাছীহাতিল অলাদ' বইতে। আল্লাহর অশেষ রহমতে বইটি **'অমনযোগী পুত্রের প্রতি সন্তানবৎসল এক পিতার হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ'** নামে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য উপযোগী করে প্রকাশ করা সম্ভব হল। ফালিল্লাহিল হামদ!

এই বই পাঠের মাধ্যমে একজন অভিভাবক জানতে পারবেন- কোন কৌশলে সন্তানের অলসতার ঘুম ভাঙ্গাতে হয়। কীভাবে দৈনন্দিন নিয়মমাফিক পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে হয়। যোগ্য ও দক্ষ আলেম হওয়ার জন্য কীভাবে সন্তানকে দিক-নির্দেশনা দিতে হয়। কোন পথে এগোলে সফলতার স্বর্ণ-শিখরে আরোহণ করা যায়। কীভাবে একদিন জগদ্বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া যায়। সর্বোপরি, ইলম অর্জনের পাশাপাশি কীভাবে একজন আমলদার আল্লাহভীরু আলেম হওয়া যায়, তার পূর্ণ দিক-নির্দেশনা এই বইতে রয়েছে।

কলেবরে বইটি ছোট হলেও এর মর্ম অনেক গভীর। আল-ইতিছাম গবেষণা পরিষদের সম্মানিত দায়িত্বশীলগণ বইটি অনুবাদ করার জন্য বাছাই করেন। তারা আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করত উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক ও বাকী বিল্লাহ ইউসুফ ভাইয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনার কাজে আমাকে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর আব্দুল বারী বিন সোলায়মান। মহান আল্লাহ তাদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দান করুন।

অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল ইবারতের সাথে মিল রেখে ভাবানুবাদ করার চেষ্টা করেছি। যদিও কাজটি যথেষ্ট কঠিন। তথাপি তা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এটি আমার প্রকাশিত প্রথম অনুবাদ কর্ম। মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই সচেতন পাঠকের কাছে কোনো ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবগত করালে পরবর্তীতে শুধরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব- ইনশা-আল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, বইটি থেকে তিনি সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

বিনীত-
আব্দুল কাদের বিন রঈসুদ্দীন
শিক্ষক, আল-জামিআহ আস-সালাফিয়্যাহ
ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

লেখক পরিচিত

নাম : আবুল ফারাজ জামালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আলী ইবনু উবায়দুল্লাহ ইবনুল জাওযী আল কুরাশী আত-তামীমী আল বাকরী। বসবাসকৃত এলাকার নামানুসারে তাকে 'ইবনুল জাওযী' বলা হয়। আবার অনেকেই বলেছেন জাওযী নামটি জুয থেকে এসেছে। আখরোটকে জুয বলা হয়। গোটা এলাকায় একমাত্র তাদের বাড়ীতে আখরোটের গাছ ছিল এই জন্য তারা একটা সময় ইবনুল জাওযী নামে প্রসিদ্ধি পান।

জন্ম ও বেড়ে ওঠা : তিনি ৫১০ হিজরী মোতাবেক ১১১৬ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে তার পিতা আবুল হাসান আলী মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্বীয় মাতা ও ফুফুর কাছে লালিত-পালিত হতে থাকেন। কিছুটা বয়স হলে তাকে হাফেয মুহাম্মাদ ইবনে নাসেরের মজলিসে নিয়ে যাওয়া হয়।

জ্ঞানার্জন : ইবনে নাসেরের কাছেই তিনি কুরআনুল কারীম হিফয করেন। তারপরে তিনি হাম্বলী মাযহাবের তৎকালীন ইরাক্বের বিখ্যাত বড় আলেম ইবনুয যাগুনীর নিকট দারস গ্রহণ শুরু করেন। ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত হাদীছসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান তার কাছেই অর্জন করেন। তার মধ্যে ওয়ায-নছীহত করার চমৎকার প্রতিভা ছিল। যার কারণে শিশু অবস্থাতেই তিনি ওয়ায করতে পারতেন।

শিক্ষকবৃন্দ : তার প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষক হলেন :

১. আবুল ফযল মুহাম্মাদ ইবনে নাসের; ২. আবূ মানসূর আল জুয়ালীকী; (তার কাছে ব্যাকরণ ও ভাষাসাহিত্য শেখেন।) ৩. ইবনু তিবির আল হারিরী; (তার কাছে হাদীছ অধ্যয়ন করেন।) ৪. আবূ মানছূর ইবনু খায়রুন; (তার কাছে ক্বিরাআত শেখেন।) ৫. আবুল হাসান আদ-দিনাওয়ারী। প্রমুখ।

ছাত্রবৃন্দ : তার প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্র হলেন :

১. তার ছেলে আল্লামা মহীউদ্দীন ইউসুফ এবং বড় ছেলে আলী আন-নাসেখ; ২. নাতী শামসুদ্দীন ইউসুফ; ৩. হাফেয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী; ৪. শায়খ মুওয়াফফিক্বুদ্দীন ইবনু ক্বুদামা; ৫. ইবনু নাজ্জার প্রমুখ।

ওয়াযের ময়দানে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব : আব্দুল লতীফ বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইবনুল জাওযী ওয়াযের ময়দানে ছিলেন মাথার মুকুটতুল্য। সুললিত কণ্ঠের

অধিকারী। অনুপম চরিত্র ও সুমিষ্ট ভাষার অধিকারী ছিলেন। তার মধ্যে যে কোনো লোককে প্রভাবিত করার এক আশ্চর্য গুণ ছিল। তার মজলিসে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হতো। বাগদাদের বিভিন্ন মজলিসে আমীরুল মুমিনীন খলিফাতুল মুসলিমীনগণ উপস্থিত হতেন। আব্বাসী খলীফা ও সালজুক বাদশাহগণ তার বক্তব্যের ভক্ত ছিলেন। গাফেল লোকেরাও তার কাছে নছীহত গ্রহণ করত। অজ্ঞ লোকেরা দ্বীন শিখত। পাপিষ্টরা তওবা করত এবং মুশরিকরা দলে দলে যোগ দিত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। তিনি তার 'আল ক্বাছাছ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'এক লাখেরও অধিক লোক আমার হাতে তওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে এবং এক লাখ লোক আমার হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।'

খলীফা, রাজা-বাদশা, মন্ত্রী ও বিশিষ্ট আলেমগণ যথেষ্ট আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে তার মজলিসে উপস্থিত হতেন। তিনি অনেক বিদআত ও ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে খণ্ডন করতেন এবং ছহীহ আক্বীদা ও সুন্নাতের উপরে বিস্তারিত আলোচনা করতেন। স্বীয় অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গি ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের কারণে বিদআতীরা তা খণ্ডন করতে পারত না।

গ্রন্থ রচনা : হাদীছ, তাফসীর, ফিক্বহ, ওয়ায-নছীহত ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি কয়েকশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। যার প্রত্যেকটিই সেই জগতের বিখ্যাত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে –

১. যাদুল মাসীর ফিত-তাফসীর – পবিত্র কুরআনের ব্যতিক্রমধর্মী সংক্ষিপ্ত তাফসীর এটি।

২. আল-ইলালুল মুতানাহিয়া – যঈফ হাদীছ সমগ্র।

৩. কিতাবুল মাওযুআত – এই বই দুটি তিনি যঈফ ও জাল হাদীছ আলাদাভাবে জমা করেছেন। এই বই দুটি এই বিষয়ে লিখিত প্রথম বই বলা যায়। তারপরে অনেক মুহাদ্দিছ জাল ও যঈফ হাদীছ জমা করে আলাদা বই লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩. সিফাতুস সফওয়া- এই বইয়ে বিখ্যাত ছাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ, বড় ইমামগণের জীবনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

৪. আল-মুনতাযিম ফি তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম – এই বইটি ইতিহাসের জগতে একটি ব্যতিক্রম বই। যেখানে তিনি তার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী

যেমন জমা করেছেন তেমনি বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের যেমন রাজা-বাদশাহসহ বিভিন্ন রাবীর জীবনী লিখেছেন। ইতিপূর্বে কোনো বইয়ে একসাথে জীবনী ও ঐতিহাসিক ঘটনা একত্রে জমা করা হয়নি।

৫. সয়দুল খাতির- এই বইটি মূলত একটি উপদশেমূলক বই। বিভিন্ন ধরনের উপদেশমালা দিয়ে তিনি বইটি সাজিয়েছেন। যেমন অন্তরের কাঠিন্যতা, দুনিয়াবিমুখতা, সময়ের মূল্য ইত্যাদি জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সেখানে নাছীহা পেশ করেছেন।

তার ব্যাপারে ওলামাদের মন্তব্য : ইবনুল কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তিনি ছিলেন তার যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম, বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী, অন্যদের থেকে আলাদা অনন্য এক ব্যক্তি, ছোট-বড় অনেক কিতাব প্রণেতা, তার গ্রন্থ সংখ্যা তিন শতাধিক'।

ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি এমন কোন আলেমের কথা জানি না, যার লেখনীর পরিমাণ এই ব্যক্তির সমান'।

ইবনে রজব রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'তিনি ছিলেন হাফিয, মুফাসসির, ফক্বীহ, বক্তা, সাহিত্যিক ও তার যুগের শ্রেষ্ঠ শায়খ'।

মৃত্যু : তিনি নিজ জন্মভূমি বাগদাদে ৫৯৭ হিজরী মোতাবেক ১৬ ই জুন ১২০১ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পুরো জীবন তিনি বাগদাদ শহরেই কাটান এবং সেই ভূমিতেই চিরশায়িত আছেন।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর মহান এই খাদেমকে জান্নাত দান করুন। আমীন!